PRESS RELEASE

Cooperation Agreement has been signed between the Permanent Court of Arbitration (PCA), the Hague, the Netherlands for the peaceful resolution of International Dispute through Arbitration

Dhaka on 23 November, 2016:

Chief Executive Officer of Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) Mr. Muhammad A. (Rumee) Ali and Mr. Hugo H. Siblesz, Secretary General of The Permanent Court of Arbitration (PCA), The Hague, The Netherlands recently signed a Cooperation Agreement on behalf of their respective organizations. Her Excellency Ms. Leoni Margaretha Cuelenaere, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Bangladesh on behalf of PCA exchanged the Agreement with BIAC's CEO in the Le Meridien Hotel, Dhaka on Wednesday, 23 November, 2016. Former Chief Justice Md. Tafazzul Islam and Former Judge of the High Court Division Justice Awlad Ali, who are the members of PCA Arbitrator Panel for dealing International Arbitration, participated in Cooperation Agreement exchange ceremony. Mr. Mahbubur Rahman, Chairman, BIAC was also present at the event.

PCA is one of the renowned ADR institutions around the globe. It is the first permanent intergovernmental organization with 121 member states to provide a forum for the resolution of international disputes through arbitration and other peaceful means. The PCA was established by the Convention for the Settlement of International Disputes. Bangladesh is one of the member states of PCA who have acceded PCA's 1907 convention on 26-02-2012. PCA established to facilitate arbitration and other forms of dispute resolution between states, the PCA has developed into a modern, multi-faceted arbitral institution that is now

perfectly situated at the juncture between public and private international law to meet the rapidly evolving dispute resolution needs of the international community.

BIAC is Bangladesh's first and only alternative dispute resolution institution. It is registered as a not-for-profit organization and commenced operations in April 2011. Three prominent business Chambers of Bangladesh, namely, International Chamber of Commerce-Bangladesh (ICC-B), Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Metropolitan Chamber of Commerce & Industry (MCCI), Dhaka are sponsors of BIAC. BIAC facilitates arbitration and mediation .It published its Arbitration and Mediation rules in 2012 and 2014 respectively. Till date, 220 hearings and sessions of Arbitration and Mediation took place at BIAC. Apart from facilitating arbitration and mediation, BIAC also provides training courses on ADR. BIAC has organised twenty one (21) arbitration training courses, thirteen (13) mediation training courses and seven (7) negotiation training courses. From the very beginning, BIAC has been working hard to create awareness about ADR facilities by conducting almost 100 awareness programmes.

BIAC signed cooperation agreement with PCA to promote mutual assistance and the sharing of expertise. This agreement will provide a framework for cooperation between both the institutions involved in the peaceful settlement of international disputes. This agreement will enable BIAC and PCA to hold hearings and meetings in the facilities among themselves as well as to receive assistance with the arrangement of local support services for ADR related issues. This Cooperation with PCA will be a prestigious international recognition for BIAC.

The PCA provides administrative support in international arbitrations involving various combination of states, state entities, international organizations and private parties. PCA has its own rules but also provide case administration support in arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules.

Recently PCA designated BIAC to act as an appointing authority on a PCA case under the UNCITRAL Arbitration Rules in a case involving an Irish and Bangladeshi Party. The Authority to designate is reserved only by the Secretary General of PCA. PCA has been chosen BIAC for appointment of Arbitrators in this case. Arbitrators were appointed by BIAC, namely Barrister Akhter Imam, Former Attorney General Fida M. Kamal and the chairman of the tribunal – Justice Awlad Ali. The dispute is being resolved in five hearings within three months at BIAC. The Arbitration Tribunal has granted an award in October 2016.

BIAC also received international recognition from several foreign institutions namely, SAARC Arbitration Council (SARCO), Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA), Vietnam International Arbitration Centre (VIAC), Malaysia Arbitration Tribunal Establishment (MATE), Thailand Arbitration Center (THAC) and other ADR centre for excellence.

Mrs. Rokia Afzal Rahman, Vice President, ICC Bangladesh and Chairman, AR Links Limited, Former Attorney General Barrister Fida M. Kamal, Barrister Ajmalul Hossain Q.C., BIAC Accredited Mediators and representatives of media were also present at the signing ceremony.

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিকল্প পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক বিরোধ নিস্পত্তির জন্য বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) ও পারমানেন্ট কোর্ট অব আরবিট্রেশন (চঈঅ), দ্যা হেগ, দ্যা নেদারল্যান্ডস এর মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত।

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) এর চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) জনাব মোহাম্মদ এ. (রুমী) আলী এবং পারমানেন্ট কোর্ট অব আরবিট্রেশন (চঈঅ), দ্যা হেগ, দ্যা নেদারল্যান্ডস এর সেক্রেটারী জেনারেল, জনাব হুগো এইচ. সিবলেস (গৎ. ঐঁমড় ঐ. ঝরনষবুং) তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্প্রতি একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অদ্য বুধবার, ২৩ নভেম্বর, ২০১৬ ইং তারিখে ঢাকাস্থ লে মেরিডিয়ান হোটেলে বাংলাদেশে অবস্থিত নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত, মাননীয় জনাবা লিওনি মারগারেথা কুয়েলিনায়ের (ঐবৎ ঊীপবষষবহপু গং. খবড়হর গধৎমধৎবঃযধ ঈঁবষবহধবৎব) চঈঅ এর পক্ষে বিয়াক এর সিইও র সাথে চুক্তিটি বিনিময় করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে চঈঅ এর আর্ন্তজাতিক আরবিট্রেটর প্যানেলের সদস্য প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব মোঃ তাফাজ্জুল ইসলাম এবং হাইকোর্ট বিভাগের প্রাক্তন বিচারপতি জনাব মোঃ আওলাদ আলী এবং বিয়াক এর চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুর রহমান উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

চঈঅ বিশ্বের বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি প্রতিষ্ঠানের মাঝে একটি অন্যতম সনামধন্য প্রতিষ্ঠান। এটি একটি স্থায়ী ইন্টারগভারমেন্টাল প্রতিষ্ঠান যা বিশ্বের ১২১টি দেশ সম্মিলিতভাবে সালিস ও অন্যান্য বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি পদ্ধতি পরিচালনার লক্ষ্যে এ ফোরাম প্রতিষ্ঠিত করে। আর্ন্তজাতিক বিকল্প বিরোধসমূহ নিস্পত্তির কনভেনশনের উপর ভিত্তি করে মূলত চঈঅ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ চঈঅ এর ১৯০৭ কনভেনশনের আওতায় ২৬/২/২০১২ সালে সদস্যপদ লাভ করে। চঈঅ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হচ্ছে আর্ন্তজাতিকভাবে আরবিট্রেশন ও বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি পদ্ধতির সুবিধা প্রদান করা। এ ছাড়া বর্তমানে চঈঅ আধুনিক এবং বহুমূখী বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি প্রতিষ্ঠান যা আর্ন্তজাতিক সমাজের বিরোধ সমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকরী আর্ন্তজাতিক আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে সেখানে এটি একটি সংযোগস্থল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিয়াক, বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি প্রতিষ্ঠান। ২০১১ সালের এপ্রিল মাস থেকে বিয়াক একটি লাভের জন্য নয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়ে যাত্রা শুরু করে। তিনটি প্রখ্যাত ব্যবসায়িক চেম্বার যথাঃ ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ (আইসিসি-বি), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (ডিসিসিআই) এবং মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ, ঢাকা (এমসিসিআই) বিয়াককে স্পন্সর করে আসছে। বিয়াক ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে আরবিট্রেশন ও মেডিয়েশন রুলস প্রকাশ করে। এ পর্যন্ত বিয়াকে ২২০টি আরবিট্রেশন ও মেডিয়েশন এর শুনানী হয়েছে। আরবিট্রেশন ও মেডিয়েশন এর পাশাপাশি বিয়াক একমাত্র বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি পদ্ধতি এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ইতোমধ্যে বিয়াক ২১টি আরবিট্রেশন কোর্স, ১৩টি মেডিয়েশন কোর্স এবং ৭টি নেগোশিয়েশন কোর্স এর আয়োজন করেছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিয়াক ১০০টির ও বেশী কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান যেমন সেমিনার, ডায়ালগ, পরিচালনা করে আসছে।

বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহায়তা ও উভয় প্রতিষ্ঠানের মাঝে দক্ষতা ভাগাভাগি করার লক্ষ্যে বিয়াক চঈঅ এর সাথে সহযোগিতা চুক্তিটি স্বাক্ষর করে। উক্ত চুক্তিটি আর্ন্তজাতিক বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে দুটি প্রতিষ্ঠানের মাঝে একটি সহযোগিতার কাঠামো প্রদান করে। এই চুক্তিটির আওতায় বিয়াক এবং চঈঅ একে অপরের বিকল্প

বিরোধ নিস্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হবে।এর ফলে বিয়াক চঈঅ বিকল্প বিরোধ নিয়ে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগীতা ও সুবিধাদি প্রদান করবে।

চঈঅ রাষ্ট্র স্বত্তা, আর্ন্তজাতিক সংস্থা ও বেসরকারী দলগুলোর বিভিন্ন সমন্বয় জড়িত আর্ন্তজাতিক আরবিট্রেশনে প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করে। চঈঅ এর নিজস্ব রুলস আছে তবে টঘঈওঞজঅখ আরবিট্রেশন রুলস এর আওতায় যেসব আরবিট্রেশন হয় চঈঅ সেসব কেইস কে ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

সম্প্রতি চঈঅ টঘঈওঞজঅখ আরবিট্রেশন রুলস এর আওতায় একটি আইরিশ ও বাংলাদেশী পক্ষের মাঝে বিরোধের মামলাতে বিয়াক কে আরবিট্রেটর নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করেন। চঈঅ হতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে বিয়াক উক্ত মামলার আরবিট্রেটর নিয়োগ করেন উক্ত আরবিট্রেশনে আরবিট্রেটর ছিলেন ব্যারিষ্টার আখতার ইমাম, প্রাক্তন এটর্নী জেনারেল ফিদা এম. কামাল এবং ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি মো: আওলাদ আলী। বিরোধটি তিন মাসে পাঁচটি শুনানি শেষে উক্ত শালিসটি বিয়াকে নিস্পত্তি হয়। আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালটি ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে আরবিট্রেশন রায় প্রদান করে।

বিয়াক ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিদেশী বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সার্ক আরবিট্রেশন কাউন্সিল, (সারকো), কুয়ালালুমপুর রিজিওনাল সেন্টার ফর আরবিট্রেশন (কেএলআরসিএ), ভিয়েতনাম ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (ভিয়াক), মালয়শিয়া আরবিট্রেশন ট্রাইবুনাল ইস্টাবলিসমেন্ট (মেইট), থাইল্যান্ড আরবিট্রেশন সেন্টার (থাক) এবং অন্যান্য আর্ন্তজাতিক বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি প্রতিষ্ঠানসমূহ।

উক্ত অনুষ্ঠানে, এ আর লিংকস্ এর চেয়ারম্যান ও ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বাংলাদেশ (আইসিসিবি) এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, জনাবা রোকিয়া এ. রহমান, ব্যারিষ্টার আজমালুল হোসেন, কিউ. সি., প্রাক্তন এর্টনী জেনারেল ব্যারিষ্টার ফিদা এম. কামাল, বিয়াক এর এক্রেডাইটেড মেডিয়েটর এবং মিডিয়া ব্যাক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন।